বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনী ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যে বিচারের মুখোমুখি করেছে, তা মূলত পরিচালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ এর আওতায়। এই আইনটি ১৯৭৩ সালে প্রণীত হলেও এর মাধ্যমে কখনোই বাংলাদেশী নাগরিককে বিচার করা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের যেসব নাগরিক পাকিস্তানীদের নানা ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, তাদের বিচারের জন্য পৃথক একটি আইন করেছিলেন যা দালাল আইন নামে পরিচিত। ঐ আইনের আওতায় জামায়াতের নেতৃবৃন্দের যারা আজ বিচারের মুখোমুখি, তাদের কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। আর বর্তমান যে আইনে জামায়াত নেতাদের বিচার করা হচ্ছে তা মূলত করাই হয়েছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই সব কর্মকর্তাদের বিচার করার জন্য যারা মূলত যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্ত ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই যে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে সনাক্ত করা হয়েছিল, তাদের মূলত এই আইনে বিচারের কথা ছিল। তবে সে সময়ের সরকার তাদের বিচার না করে বরং একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে তাদের সবাইকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

এই আইনে যারা অভিযুক্ত হয়, তাদের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার থাকে না। এই আইনে বিচারাধীন অভিযুক্তদের বিচারের বেলায় প্রচলিত ফৌজদারী আইন ও সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হয় না। ফলে বলা যায়, মোটামুটি হাত পা বেধে একজন মানুষকে সাগরে ফেলে দেয়ার মত একটি পরিস্থিতি হয়। এই কারণে আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ও সকল মানবাধিকার সংস্থা এই আইনকে কালো ও জংলী আইন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এই বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ স্টিভেন কে কিউসি, টবি ক্যাডম্যান, জন ক্যামেক, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বৃটিশ প্রখ্যাত আইনবীদ লর্ড কার্লাইল, লর্ড এ্যাভিবুরি, মানবাধিকার সংস্থা

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সেন্টার ফর জাস্টিস এন্ড একাউন্টিবিলিটি (সিজেএ), আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিষয়ক সংস্থা নো পিস উইদাউট জাস্টিস এবং 'নন ভায়োলেন্ট রেডিক্যাল পার্টি, ট্রান্সজেকশনাল এবং ট্রান্সপার্টি'-এনআরপিটিটিসহ বিভিন্ন সংস্থা সমালোচনা করেছেন। তারা এই আইনকে ত্রুটিপূর্ণ, বিচারকে পক্ষপাতদুষ্ট উল্লেখ করে একে আন্তর্জাতিক মান সম্মত করার পক্ষে জোর দাবী জানান।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড আপীল বিভাগ বহাল রাখার পরও একইভাবে এই মানবাধিকার সংগঠনগুলো মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করে পুনরায় নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পাদন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানায়।

ফাঁসি 'অবিলম্বে স্থগিত করার' আহ্বান এইচআরডব্লিউর; মুজাহিদ তার অধীনস্তদের অপরাধের উসকানি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হলেও অধীনস্ত কাউকেই আদালতে হাজির করা হয়নি অভিযোগ সংস্থাটির...

বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটি এই দুইজনের মামলার 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনারও' দাবি জানিয়েছে।

যুদ্ধাপরাধের দায়ে মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আয়োজন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন তা স্থগিত করার দাবি জানাল নিউইয়র্ক ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাটি।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে এইচআরডব্লিউ'র এশীয় পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'অস্বচ্ছ বিচারে প্রকৃত ন্যায়বিচার হয় না, বিশেষ করে যখন মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা হয়,' বলেন অ্যাডামস। বিবৃতিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড আগের মামলাগুলোর মতই 'বিরক্তিকর ধরণ' থেকে উদ্ভূত।

মুজাহিদ তার অধীনস্তদের অপরাধের উসকানি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হলেও অধীনস্ত কাউকেই আদালতে হাজির করা হয়নি। তার রিভিউ পিটিশন শুনানির আগ মুহূর্তে তার একজন আইনজীবীর বাসায় তল্লাসি চালানো হলে তিনি